হাইকোর্ট ফরম নং-(জে)৩
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম।

জেলা- ঢাকা।

মোকাম - অর্থঋণ আদালত নং ৬, ঢাকা

উপস্থিত ঃ মোঃ হাসান জামান
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত নং-৬, ঢাকা।

রায়ের তারিখ ঃ ২৮/১০/২০২৫ খ্রিঃ।

অর্থঋণ মোকদ্দমা নং ৫৩৪/২০২৫।

অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড,

গ্রীণ রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা ---------বাদীপক্ষ।

-বনাম-

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড গং ৪ জন---------বিবাদীপক্ষ।

চূড়ান্ত শুনানীর তারিখ সমূহ : ১৯/০৭/২০২২ খ্রিঃ; ২১/০৮/২০২২ খ্রিঃ; ১৩/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ; ৩১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ; ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ; ১৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ ও ২৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ ।

জনাব মোঃ জিয়াউল হক সুমন ------- বাদীপক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেট।

জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ---------বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেট।

অতঃপর নথি অদ্য রায় প্রস্তুতের জন্য নেয়া হলে আদালত নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেন ঃ

অত্র মামলা অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী দায়েরকৃত, যার মাধ্যমে বাদী পক্ষ ৩১/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত মোট **১,৪১,৭৮,০৯৮/- (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার আটানব্বই টাকা)** পাওনা আদায়ের ডিক্রী প্রার্থনা করেছেন।

বাদী পক্ষ বিগত ০১/১১/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অর্থঋণ আদালত নং-১, ঢাকা তে উক্ত মামলা দায়ের করেন, যা অর্থঋণ মামলা নং ৬৫/২০২১ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা জজ, ঢাকা মহোদয়ের বিগত ১৯/০৬/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ৫৮৫/১(৫)/(প্রশাঃ) নং প্রশাসনিক আদেশক্রমে মামলাটি অত্র আদালতে বদলী করা হলে এটি অর্থঋণ মামলা নং ৫৩৪/২০২৫ হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়।

<u>বাদীর মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ</u>

১) অত্র মামলার বাদী অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, যা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে, ১ নং বিবাদীও উক্ত আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানি; ২ নং বিবাদী ১ নং বিবাদীর মহাব্যবস্থাপক এবং ৩ নং বিবাদী ১ নং বিবাদীর হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখার ব্যবস্থাপক। ১-৩ নং বিবাদীগণ এলসি (Letter of Credit) ইস্যুকারী ব্যাংক, অপরদিকে ৪ নং বিবাদী **"বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ"** নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, যিনি একইসঙ্গে বাদী ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা ও ব্যক্তিগত জামিনদার।

২) ১-৩ নং বিবাদীর গ্রাহক প্রতিষ্ঠান **"ইউএসএ টেক্স ফ্যাশন লিমিটেড"**-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪ নং বিবাদীর প্রতিষ্ঠান **"বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ"**-এর অনুকূলে একটি ঋণপত্র (Letter of Credit) খোলা হয়। উক্ত এলসি-এর বিপরীতে স্থানীয় বিল ও মূল ঋণপত্র বাদী ব্যাংকে প্রেরণপূর্বক বিল ক্রয়ের আবেদন করা হলে, বাদী ব্যাংক প্রাপ্ত ডকুমেন্টসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে সেগুলোর সত্যতা ও সঙ্গতি নিশ্চিত হয়। পরবর্তীতে বিলটি একসেপ্টেন্স (Acceptance) বা স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ৩ নং বিবাদীর নিকট প্রেরণ করা হয়।

৩) ৩ নং বিবাদী উক্ত ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর তা পর্যালোচনা করে বাদী ব্যাংকের রপ্তানিকারকের সরবরাহকৃত পণ্য আমদানিকারক কর্তৃক গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং রপ্তানি বিলের মূল্য পরিশোধের জন্য ম্যাচুরিটি তারিখ নির্ধারণপূর্বক স্বীকৃতিপত্র (Acceptance Letter) প্রদান করেন। বাদী ব্যাংকের রপ্তানি শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, ঢাকাস্থ অফিসের স্বীকৃতি যাচাই করে এবং ব্যাংকের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে একটি স্থানীয় বিল (LDBP/IBP) ক্রয় করেন।

৪) পরবর্তীতে ৪ নং বিবাদীর অনুরোধে ৩ নং বিবাদীর ইস্যুকৃত এলসি ও একসেপ্টেন্সের ভিত্তিতে **৫৯,১৮,৫০০/- (উনষাট লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত)** টাকা মূল্যের বিলটি বাদী ব্যাংক ক্রয় করে ৪ নং বিবাদীর নামীয় চলতি হিসাবে জমা করে। উক্ত ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে ৪ নং বিবাদী প্রমিসরি নোট, লেটার অব ইনডেমনিটি, লেটার অব ইন্সটলমেন্ট, লেটার অব ডিসবারসমেন্ট, লেটার অব এরেঞ্জমেন্ট, লেটার অব গ্যারান্টি, "হাইপোথিকেশন অব গুডস টু সিকিউর আ ডিমান্ড ক্যাশ ক্রেডিট ওভারড্রাফট/লোন একাউন্ট" এবং "ডিড অব এগ্রিমেন্ট" সহ বিভিন্ন চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করেন।

৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের বি.আর.পি.ডি. সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ৩০/০৮/২০০০ ইং এবং **Guidline for Foreign Exchange Transection Volume -1 এর Chapter -7** এর ৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে যে ব্যাংক স্বীকৃতি (Acceptance) প্রদান করে, সেই ব্যাংক নির্ধারিত মেয়াদে বিলের মূল্য পরিশোধে আইনত বাধ্য। অতএব, ১-৩ নং বিবাদীগণ স্বীকৃতিদাতা ব্যাংক হিসেবে এবং ৪ নং বিবাদী ঋণ সুবিধাভোগী হিসেবে উক্ত বিলের মূল্য ও সুদ পরিশোধে আইনত দায়বদ্ধ।

৬) বিবাদীগণ বারংবার তাগাদা স্বত্বেও বাদী ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেননি। ফলে বাদী ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে তাগাদাপত্র প্রেরণ করে, সর্বশেষ ১৪/০৯/২০১৪ ইং তারিখে চূড়ান্ত তাগাদাপত্র প্রদান করে

পাওনা পরিশোধের অনুরোধ জানায়। তদুপরি, ২৩/০৯/২০১৪ ইং তারিখে বাদী ব্যাংক লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করিয়া ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পাওনা পরিশোধের আহ্বান জানায়; কিন্তু বিবাদীগণ উক্ত পাওনা পরিশোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

৭) ফলত, বাদী ব্যাংক অর্থঋণ মামলা নং ৪৮৪/২০১৪ দায়ের করে পাওনা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত মামলায় ১-৩ নং বিবাদীগণ জবাব দাখিল করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাদী ব্যাংকের পাওনা অর্থ বিবাদী সোনালী ব্যাংকের হিসাব হতে ডেবিট করে পরিশোধের আশ্বাস প্রদান করায় বাদী ব্যাংক পুনরায় দাখিলের শর্তে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অন্যান্য শাখার পাওনা পরিশোধ করা হলেও অত্র হিসাবের পাওনা আজও পরিশোধ করা হয়নি। বিবাদীগণের ঋণ পরিশোধে গড়িমসি ও অনীহার কারণে দীর্ঘদিন অগ্রগতি না হওয়ায় বর্তমানে ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বাদী ব্যাংকের মোট বকেয়া সুদ-সহ পাওনা দাঁড়ায় **১,৪১,৭৮,০৯৮/- (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার আটানব্বই)** টাকা। বিবাদীগণ আইনত ও ন্যয়ত উক্ত টাকা পরিশোধে বাধ্য। বিবাদীগণ কর্তৃক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক উক্ত বকেয়া ঋন আদায়ের নিমিত্তে অত্র মামলা দায়ের করেন।

৮) **অপরদিকে ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে**, অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে প্রকারে রক্ষনীয় নয়; মামলা দায়েরে কোন কারন উদ্ভব হয়নি ; মামলাটি তামাদিতে বারিত এবং পক্ষদোষে দুষ্ট। অত্র বিবাদগণ তর্কিত ঋনের কোন গ্রহীতা বা বন্ধকদাতা বা জামিনদার না হওয়া স্বত্বেও অত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে। অত্র বিবাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো, ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের গ্রাহক **USA Tex Fashion Limited** কখনো ৩ নং বিবাদী ব্যাংকে এলসি খোলার আবেদন করেননি কিংবা তর্কিত এলসির Acceptance প্রদান করেননি। বাদী ব্যাংকের গ্রাহক ৪ নং বিবাদী বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তাগনের সহিত যোগসাজসক্রমে ও জালিয়াতির আশ্রয়ে তর্কিত এলসির কাগজাদি সৃজন করেছে এবং ভূয়া ট্রাক রসিদ দেখিয়ে মালামাল পরিবহনের কথা উল্লেখ করলেও বাস্তবে ৩ নং বিবাদীর গ্রাহক **USA Tex Fashion Limited** এর বরাবরে কোন মালামাল প্রদান করেননি। বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন এর শর্ত মোতাবেক মালামাল সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এবং ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের সহিত কোন যোগাযোগ না করে ৪ নং বিবাদী কে টাকা পরিশোধ করায় ১-৩ নং বিবাদীগণ উক্তঋন পরিশোধে বাধ্য নন।

৯) অত্র বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ ৪ নং বিবাদীর সহিত যোগসাজসে এল সি সংক্রান্ত কাগজাদি তৈরী করে অস্তিত্বহীন কোম্পানীর নামে ঋন প্রদান করেন বিধায় ১-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ কোন প্রতিকার পেতে পারেন না। তাছাড়া অর্থঋন আদালত আইন ২০০৩ এর বিধানমতে ঋনগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদাতা ব্যাতিত অন্য কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার আইনত সুযোগ নেই। কথিত ব্যাক টু ব্যাক এল সি এর বিপরীতে বাদীর গ্রাহকের কথিত মালামালের মূল্য পরিশোধ করার বিষয়ে কথিত ও সৃজিত স্বীকৃতিপত্র এবং বাদী কর্তৃক তাহার গ্রাহক কে

প্রদত্ত ঋনের বিপরীতে গৃহীত বন্ধক বা গ্যারান্টি কোনমতেই এক হতে পারে না। ফলে ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ঋনগ্রহীতা, বন্ধকদাতা কিংবা জামিনদাতা কোনটিই নয়।

১০) অত্র বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, যেহেতু ৩ নং বিবাদী ব্যাংক হতে প্রকৃতপক্ষে কোন এল সি খোলা হয়নি বা উহার Acceptance প্রদান করা হয়নি সেহেতু **Uniform Customs and Practice for Documentary credit (UCPDC)-600** এর সংশ্লিষ্ট বিধি ১-৩ নং বিবাদীর উপর কার্যকর হইবে না। অত্র মামলার তর্কিত এলসি ও স্বীকৃতিপত্র ও শিপিং ডকুমেন্টস সমূহ ভূয়া বানোয়াট ও অস্তিত্ববিহীন বিধায় উক্ত ভূয়া এলসির মূল্য পরিশোধে ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক বাধ্য নন। UCPDC-600 এর আর্টিকেল ৩৪ অনুযায়ী ভূয়া ও অস্তিত্বহীন এল.সি বিল আইনত পরিশোধযোগ্য নহে। এছাড়া Guidelines for Foreign Exchange Transaction Volume -1 এর অধ্যায়-৭ পৃষ্ঠা ৩৯ এ বর্নিত নির্দেশনা মোতাবেক নামস্বর্বস্ব অস্তিত্বহীন ম্যানুফ্যাকচারার/কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের ভূয়া বিল পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। যেহেতু ৩ নং বিবাদী ব্যাংক হতে তর্কিত এলসি ইস্যু করা হয়নি সেহেতু ৩ নং বিবাদী ব্যাংক হতে বিলের স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নই আসে না। বাদীর কথিত উক্ত স্বীকৃতিপত্র বাদী ও ৪ নং বিবাদী কর্তৃক সৃজিত। উক্ত স্বীকৃতিপত্রে যে বা যারা সাক্ষর করেছে তাদের কে এই মামলায় পক্ষ করা হয়নি।

১১) অত্র বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন অনুযায়ী ৫০০০ ডলারের উপরে এলসি খুলতে হলে তাহা সুইফটের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। ৩ নং বিবাদী ব্যাংক শাখাটি যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত এডি(Authorised Dealer) শাখা সেহেতু উক্ত শাখার সকল এলসি সুইফটের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাদী ব্যাংক ও ৪ নং বিবাদী যোগসাজস করে সোনালী ব্যাংকের নাম ব্যবহার করে ভূয়া এলসি, ভূয়া স্বীকৃতিপত্র সৃজন করিয়া বাদী ব্যাংক হতে আইবিপি ঋনের নামে টাকা আত্বসাৎ করিয়াছে।

১২) অত্র বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, বাদী ব্যাংক ঋনের টাকা আদায়ের জন্য ০১/১০/২০১৪ ইং তারিখে অর্থঋন ৪৮৪/২০১৪ নং মামলা দায়ের করিলে ১-৩ নং বিবাদীগণ উক্ত মামলায় লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরবর্তীতে মামলাটি বাদী ব্যাংক প্রত্যাহার করে নেন। উক্ত মামলা আপোষমূলে প্রত্যাহার করে পুনরায় দায়ের করায় রেসজুডিকেটা নীতি দ্বারা বারিত।

১৩) যেহেতু বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ অবৈধভাবে লাভবান হবার জন্য ৪ নং বিবাদীকে অবৈধভাবে জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত কাগজাদির ভিত্তিতে নামস্বর্বস্ব অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋন প্রদান করেন সেহেতু বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিজস্ব উৎস হতে উক্ত ঋনের টাকা স্বমন্বয় হওয়া আবশ্যক। ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ উক্ত ঋনের বিষয়ে অবগত নন এবং ঋন দায় কখনো উক্ত বিবাদীর উপর বর্তাবে না।

১৪) অত্র বিবাদীপক্ষের প্রকৃত আরো মূল বক্তব্য হলো, বাদীপক্ষের দাখিলকৃত তর্কিত এলসি (Letter of Credit) সমূহ প্রকৃত অর্থে ৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক খোলা হয়নি। উক্ত এলসি সমূহ জাল ও ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে বাদী ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা এবং ৪-৭ নং

বিবাদীগণের যোগসাজসে প্রতারণাপূর্ণভাবে সৃজিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যাংক অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিবাদী ব্যাংক যেসব কারনে এলসি বিল মূল্য পরিশোধে বাধ্য হবেন না তা হলো-

ক) প্রথমত, এলসি খোলার ক্ষেত্রে যে সকল প্রক্রিয়া ও নথিপত্র অপরিহার্য যেমন গ্রাহকের লেটার হেডে আবেদনপত্র, অফিস নোট, প্রোফরমা ইনভয়েস, মাস্টার এলসি (Export L/C বা Contract), Liability Voucher, কমিশন ও ভ্যাট আদায়ের রেকর্ড, এবং এলসি ওপেনিং রেজিস্টারে এন্ট্রি সেসবের কোনোটিই ৩ নং বিবাদী ব্যাংকের নথিতে পাওয়া যায়নি। এলসি খোলা সংক্রান্ত কোন রেকর্ড, এডভাইসিং বা ডিসপ্যাচ রেজিস্ট্রেশনের তথ্য, কিংবা এলসি স্বীকৃতির (Acceptance) কোন নথি ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের শাখায় নেই।

খ) দ্বিতীয়ত, এলসি ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এলসি এডভাইসিং ব্যাংক কর্তৃক এলসি গ্রহণ, পণ্য সরবরাহ, ডেলিভারি চালান, ট্রাক রসিদ, বিল অব এক্সচেঞ্জ, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ইত্যাদি যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার পরেই বিল পেমেন্টযোগ্য হয়। কিন্তু তর্কিত এলসির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উক্ত ডকুমেন্টগুলির অনেকগুলোই অনুপস্থিত, এবং যে ট্রাক রিসিপ্ট ও ডেলিভারি চালান দাখিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুয়া ও কৃত্রিম।

গ) ৩ নং বিবাদী ব্যাংকের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ইউএসএ টেক্স ফ্যাশন লিমিটেড কখনও ৪ নং বিবাদী বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজের নিকট হতে কোন মালামাল গ্রহণ করেনি। ট্রাক রিসিপ্টে গ্রহীতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত এবং প্রোফরমা ইনভয়েস দাখিল করা হয়নি। উক্ত পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট যে, তর্কিত এলসি ও সংশ্লিষ্ট বিলসমূহের কোন প্রকৃত ব্যাংকিং ভিত্তি ছিল না।

ঘ) তৃতীয়ত, বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তারা যথাযথ যাচাই-বাছাই না করেই ৪ নং বিবাদীর দাখিলকৃত বিল পারচেজ করেন এবং আইবিপি বাবদ (Inland Bill Purchase) ৫৯,১৮,৫০০/- টাকা প্রদান করেন। উক্ত অর্থ প্রদানের পূর্বে বাদী ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের নিকট থেকে কোন বৈধ স্বীকৃতিপত্র বা নিশ্চয়তা গ্রহণ করেনি। ফলে এ অর্থ প্রদানের দায় সম্পূর্ণরূপে বাদী ব্যাংকের নিজস্ব দায়িত্বে সংঘটিত হয়েছে।

ঙ) চতুর্থত, বাংলাদেশ ব্যাংকের "Guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET), 2009" এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং বিধান "UCPDC-600"-এর আর্টিকেল ৩৪ অনুযায়ী ভুয়া, অস্তিত্বহীন বা জাল ডকুমেন্টের ভিত্তিতে গঠিত এলসি আইনত পরিশোধযোগ্য নয়। এই বিধান অনুযায়ী বাদী ব্যাংকের দাখিলকৃত এলসি, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ডেলিভারি চালান, ট্রাক রিসিপ্ট প্রভৃতি দলিল আইনত অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য।

চ) পঞ্চমত, সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং পরবর্তী দুদক তদন্তে (২০১২) প্রমাণিত হয় যে, হলমার্ক গ্রুপ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নামমাত্র এলসি সৃজন ও জাল ডকুমেন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে বিপুল পরিমান ব্যাংক অর্থ আত্মসাৎ করেছে। উক্ত অনিয়মের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ৩৮টি মামলা দায়ের

করে, যার মধ্যে একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দন্ডিত করা হয়েছে। এই মামলার প্রকৃতি ও পদ্ধতি উক্ত কেলেঙ্কারির সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ।

ছ) ষষ্ঠত, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক একই ধরনের জালিয়াতিপূর্ণ কাগজপত্রের ভিত্তিতে দায়েরকৃত অর্থঋণ মামলা নং ২২/২০১৪ তে বিগত ১৬/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত রায়ে আদালত সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের নাম আরজি হতে কর্তনপূর্বক রায় প্রদান করেন। বর্তমান মামলাটিও একই ধরনের জালিয়াতি ও ভুয়া এলসি-সংক্রান্ত প্রতারণার সাথে সম্পৃক্ত, ফলে এর ভিত্তিতেও ১-৩ নং বিবাদীর দায় আরোপ করা আইনত সম্ভব নয়।

অতএব, উক্ত তর্কিত এলসি সমূহ ৩ নং বিবাদী ব্যাংক কর্তৃক খোলা হয়নি এবং বাদী ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও ৪ নং বিবাদীর যোগসাজসে জাল কাগজপত্র সৃজনপূর্বক প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। ফলে ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে দায় আরোপের কোন আইনগত ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নেই। অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৫) ধারার বিধান মোতাবেক অত্র মামলা ১-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে আইনত অচল, অগ্রহণযোগ্য ও খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহঃ

১৫) উভয়পক্ষের আরজি ও জবাব পর্যালোচনায় মোকদ্দমাটি সুষ্ঠ বিচার ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্মোক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ গঠন করা হলো ঃ

১) অত্র মামলা বর্তমান আকারে প্রকারে রক্ষনীয় কিনা ?

২) অত্র মামলা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মামলা তামাদিতে বারিত কিনা ?

৪) অত্র মামলা দোবারা নীতি (Res Judicata) দ্বারা বারিত কিনা ?

৫) বাদী ব্যাংক পক্ষ বিবাদীগনের নিকট হতে দাবিকৃত টাকা পাবার হকদার কিনা ?

৬) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রী পাবার হকদার কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১৬) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **মোঃ কামরুল হুদা (P.W.1)**। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে P.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ইস্যুকৃত ক্ষমতাপত্র	প্রদর্শনী ১
২। ২০১২ সালে বিভিন্ন তারিখে ইস্যুকৃত তাগাদাপত্র (০৮ ফর্দ)	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। সোনালী ব্যাংক কর্তৃক অগ্রনী ব্যাংক কে একসেপ্টেন্স বিষয়ক পত্র	প্রদর্শনী -২/গ
৪। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কৃর্তক বিল ক্রয় সংক্রান্ত পত্র	প্রদর্শনী ২(ঘ)
৫। অগ্রনী ব্যাংক কর্তৃক ওভারডিউ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত পত্র	প্রদর্শনী -২(ঙ)

৬। সোনালী ব্যাংক লি কর্তৃক রিভেলিডেশন এর জন্য ইস্যুকৃত পত্র	প্রদর্শনী ২(চ)
৭। এক্সেপ্টেন্স লেটার	প্রদর্শনী ২(ছ)
৮। অগ্রনী ব্যাংক লি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডকুমেন্টস সংক্রান্ত পত্র	প্রদর্শনী ২(জ)
৯। বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক রপ্তানি বিল ক্রয়ের আবেদন	প্রদর্শনী ২(ঝ)
১০। বিল অব এক্সচেঞ্জ	প্রদর্শনী ২(ঞ)
১১। পন্য ডেলিভারি চালান/ট্রাকরশিদ	প্রদর্শনী ২(ট)
১২। কমার্শিয়াল ইনভয়েস	প্রদর্শনী ২(ঠ)
১৩। প্যকিং লিস্ট	প্রদর্শনী ২(ড)
১৪। সার্টিফিকেট অব অরিজিন	প্রদর্শনী-২/ঢ
১৫। কমার্শিয়াল ইনভয়েস	প্রদর্শনী-২/ন
১৬। বেনিফিসিয়ারি সার্টিফিকেট	প্রদর্শনী-২/ত
১৭। বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক বিক্রয় কনফারমেশন লেটার	প্রদর্শনী-২/থ
১৮। সোনালী ব্যাংক হোটেল সোনারগাঁ শাখা প্রদত্ত পত্র	প্রদর্শনী-২/দ
১৯। এল সি ফরম ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী-২/ধ
২০। বিবাদী বরাবর অগ্রনী ব্যাংক কর্তক ইস্যুকৃত তাগাদাপত্র	প্রদর্শনী- ৩, ৩(ক)
২১। লিগ্যাল নোটিস ও ডাকরশিদ	প্রদর্শনী-৩(খ)
২২। ব্যাংক স্টেটমেন্ট	প্রদর্শনী-৪

১৭) অন্যদিকে, ১-৩ নং বিবাদীপক্ষে **মোঃ মাজেদুল হক (D.W.1)** সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষ নিম্নবর্নিত দলিলাদি দাখিল করেন।

১। ক্ষমতাপত্র	প্রদর্শনী ক
২। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত রিপোর্ট এর ফটোকপি	
৩। সোনালী ব্যাংক কর্তৃক দুদকে দায়েরকৃত অভিযোগের ফটোকপি	প্রদর্শনী-খ
৪। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলার বিবরনীর ফটোকপি	
৫। সোনালী ব্যাংক কর্তৃক অগ্রনী ব্যাংক বরাবর প্রেরিত পত্র	
৬। সোনালী ব্যাংক কর্তৃক দুদক এ আবেদপত্র	প্রদর্শনী-গ
৬। দুদক হতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত অবগতিপত্র	প্রদর্শনী-ঘ

বাদীপক্ষের সাক্ষী_মোঃ কামরুল হুদা (P.W.1) এবং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মোঃ মাজেদুল হক (D.W.1) যথাক্রমে আরজি ও জবাবের বক্তব্য হুবহু অনুসমর্থন পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করেন।

১৮) **বিচার্য বিষয় নং ১-৩ ঃ "অত্র মামলা বর্তমান আকারে প্রকারে রক্ষনীয় কিনা ?" + "অত্র মামলা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?" + "অত্র মামলা তামাদিতে বারিত কিনা ?"**

উভয় পক্ষের দাখিলকৃত আরজি, জবাব, এবং নথিতে বিদ্যমান সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গভীর মনোযোগসহ পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীপক্ষ যদিও অত্র মামলা আইনত রক্ষণীয় নয় মর্মে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তথাপি তাহাদের উক্ত আপত্তির পক্ষে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয় নাই। অপরদিকে, বাদী অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানি এবং আইনত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। বাদী ব্যাংক অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর বিধান অনুসারে বকেয়া ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে অত্র মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

১৯) বাদীপক্ষের দাখিলীয় আরজি অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৬(৪) মোতাবেক শপথপত্রসহ, যথাযথ স্ট্যাম্প ও এডভেলোরেম কোর্ট ফি পরিশোধপূর্বক দাখিল করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট চার্জ ডকুমেন্টসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে। বাদীপক্ষের আরজিতে কোন প্রকার আইনগত ত্রুটি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় নাই। অতএব, আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকৃতিতে স্পষ্টতই রক্ষণীয়। ফলে, বিচার্য বিষয় নং-১ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

২০) বাদীপক্ষের দাখিলকৃত আরজি ও সংযুক্ত নথিপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১-৩ নং বিবাদীর গ্রাহক প্রতিষ্ঠান **"ইউ.এস.এ টেক্স ফ্যাশন লিমিটেড"**-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪ নং বিবাদীর প্রতিষ্ঠান "বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ"-এর অনুকূলে একটি ঋণপত্র **(Letter of Credit)** ইস্যু করা হয়। বাদী ব্যাংক প্রাপ্ত সকল প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করিয়া উক্ত বিল একসেপ্টেন্স **(Acceptance)**-এর জন্য ৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় প্রেরণ করেন। ৩ নং বিবাদী যথাযথভাবে একসেপ্টেন্স প্রদান করিবার পর ৪ নং বিবাদীর লিখিত অনুরোধক্রমে বাদী ব্যাংক উক্ত বিল ৫৯,১৮,৫০০/- (ঊনষাট লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত) টাকায় ক্রয় করিয়া ৪ নং বিবাদীর হিসাবে জমা প্রদান করেন। এ বিষয়ে ৪ নং বিবাদী প্রয়োজনীয় চার্জ ডকুমেন্ট যেমন প্রমিসরি নোট, লেটার অব ইনডেমনিটি, লেটার অব গ্যারান্টি, লেটার অব এরেঞ্জমেন্ট প্রভৃতি যথাযথভাবে সম্পাদন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং বি.আর.পি.ডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ৩০/০৮/২০০০ ইং-এর বিধান অনুসারে, স্বীকৃতিদাতা ব্যাংক তথা ১-৩ নং বিবাদীগণ নির্ধারিত মেয়াদে উক্ত বিলের মূল্য পরিশোধে আইনত বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বিবাদীগণ উক্ত বিল মূল্য এবং প্রাপ্য সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হন। বাদীপক্ষ একাধিকবার তাগাদাপত্র ও পরবর্তীতে চূড়ান্ত লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিলেও বিবাদীগণ কোন অর্থ পরিশোধ করেন নাই। পূর্বে দায়েরকৃত অর্থঋণ মামলা নং ৪৮৪/২০১৪ প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও বিবাদীগণ প্রতিশ্রুত অর্থ পরিশোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। উক্ত প্রেক্ষিতে

বাদী ব্যাংক অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন। এমতাবস্থায় আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট আইনগত কারণ ও ভিত্তি বিদ্যমান। ফলে, বিচার্য বিষয় নং-২ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

২১) বিবাদীপক্ষের দাবি, অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত। তবে বাদীপক্ষের দাখিলকৃত আরজি ও প্রমাণাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীগণ নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বাদী ব্যাংক ১৪/০৯/২০১৪ তারিখে চূড়ান্ত তাগাদাপত্র এবং ২৩/০৯/২০১৪ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। বিবাদীগণ তারপরও অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন বিধায় বাদী ব্যাংক অর্থঋণ মামলা নং ৪৮৪/২০১৪ দায়ের করেন। ১-৩ নং বিবাদী উক্ত মামলায় জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৪ নং বিবাদীর সঙ্গে আপোষ আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে স্বীকৃত শর্তে, বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপে, উক্ত মামলা "পুনঃদাখিলের শর্তে" প্রত্যাহার করা হয়। "পুনঃদাখিলের শর্তে" মামলা প্রত্যাহার করায় বাদী ব্যাংকের দাবি আইনত স্থগিত থাকিয়া কার্যকারিতা হারায় নাই; বরং বাদীপক্ষের দাবি ধারাবাহিকভাবে বহাল ছিল। বিবাদীগণের স্বীকৃত দায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত আশ্বাস এবং পূর্ববর্তী মামলা প্রত্যাহারের শর্ত সহ সমগ্র বিষয়টি acknowledgment বা "acknowledgment of liability" হিসাবে বিবেচ্য, যাহার ফলে তামাদির মেয়াদ নতুনভাবে গণ্য হইবে। বাদীপক্ষ বর্তমান মামলা দায়ের করেন ০১/১১/২০২১ তারিখে, যা বিবাদীগণের দায় স্বীকার ও পূর্ববর্তী মামলার প্রত্যাহারের শর্ত বিবেচনায় তামাদি মেয়াদের অন্তর্ভুক্ত বলে আমি মনে করি। সুতরাং, অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত নয়। ফলে বিচার্য বিষয় নং-৩ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

২২) **বিচার্য বিষয় নং-৪ : অত্র মামলা দোবারা নীতি (Res Judicata) দ্বারা বারিত কিনা ?**

বাদী ব্যাংক বিবাদীগণের বিরুদ্ধে পূর্বে অর্থঋণ মামলা নং ৪৮৪/২০১৪ দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বিবাদী ব্যাংকের হিসাব হতে পরিশোধের আশ্বাস প্রদানের প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক উক্ত মামলা "পুনঃদাখিলের শর্তে" (withdrawal with liberty to file afresh) প্রত্যাহার করেন। বাদীপক্ষ উক্ত আদেশের কপি দাখিল না করিলেও বিবাদীপক্ষ তা অস্বীকার করেননি। এরুপ তথ্যে হতে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী মামলায় কোনো "বিচারিক সিদ্ধান্ত" বা "রায়" হয়নি, মামলাটি স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করা হয়েছে, এবং মামলাটি "fresh filing"-এর অধিকার সংরক্ষণ করেই প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এ অবস্থায় অত্র মামলা কি Res Judicata দ্বারা বারিত?

দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর ধারা ১১ অনুযায়ী, কোনো মামলা তখনই Res Judicata দ্বারা বারিত হবে যদি- ১. পূর্ববর্তী মামলায় উভয় পক্ষ একই থাকে; ২. বিষয়বস্তু একই থাকে; ৩. বিষয়টি আদালত কর্তৃক শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয়; ৪. পূর্ববর্তী মামলার আদালত বিষয়টির ওপর সুনির্দিষ্ট এখতিয়ার রাখত; ৫. সিদ্ধান্তটি "on merits" হতে হবে। অর্থাৎ, Res Judicata প্রযোজ্য হতে হলে পূর্ববর্তী মামলায় একটি চূড়ান্ত রায় বা সিদ্ধান্ত থাকতে হবে।

আবার যদি কোন মামলা “withdrawn with liberty to file afresh” হিসেবে প্রত্যাহার করা হয়, তবে - পরবর্তী মামলা নতুন করে দায়ের করা বৈধ, এবং উক্ত ক্ষেত্রে Res Judicata প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হলো “***Withdrawal of suit with permission to file afresh does not operate as res judicata.***” (অর্থাৎ, পুনঃদাখিলের অনুমতি নিয়ে মামলা প্রত্যাহার করলে পরবর্তী মামলা কখনোই Res Judicata হয় না।)

অত্র মামলায় দেখা যায় পূর্ববর্তী অর্থঋণ মামলা নং ৪৮৪/২০১৪ তে আদালত কোনো রায় বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেননি। মামলাটি পুনঃদাখিলের শর্তে বাদী স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করেন। “withdrawal with liberty”এর কারণে বাদী নতুন করে মামলা দায়েরের বৈধ অধিকার অর্জন করেন। ফলে পূর্ববর্তী মামলায় কোনো “issue finally decided” হয়নি। সুতরাং Res Judicata–এর ৫টি শর্তের কোনোটিই পূরণ হয় নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, পূর্ববর্তী মামলা নং ৪৮৪/২০১৪ আদালতের অনুমতিক্রমে পুনঃদাখিলের শর্তে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং উক্ত মামলায় বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়নি। অতএব, দেওয়ানী কার্যবিধি এর ধারা **১১** অনুসারে উক্ত মামলার ভিত্তিতে বর্তমান মামলা Res Judicata দ্বারা বারিত হয় না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অত্র বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৩) **<u>বিচার্য বিষয় নং ৫ ও ৬ ঃ</u> “ বাদী ব্যাংক পক্ষ বিবাদীগনের নিকট হতে দাবিকৃত টাকা পাবার হকদার কিনা ?” + “ বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রী পাবার হকদার কিনা ? ”**

আলোচনার সুবিধার্থে এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয় নং ৫ এবং ৬ আলোচনায় একত্রে আনয়ন করা হলো। বাদীপক্ষ বিগত ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত **১,৪১,৭৮,০৯৮/- (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার আটানব্বই)** টাকা আদায়ের জন্য আইনের বিধান মোতাবেক হলফনামাসহ আরজি দাখিল করে অত্র মামলাটি দায়ের করেছেন। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৪) ধারার বিধান মোতাবেক হলফনামাযুক্ত আরজি মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্যযোগ্য। অধিকন্তু বাদীপক্ষ মামলা প্রমাণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা **মোঃ কামরুল হুদা (P.W.1)** কে উপস্থাপন করেছেন, যিনি আরজি এবং দাখিলী কাগজপত্রের সমর্থনে জবানবন্দি দিয়েছেন।

২৪) P.W.1 এর সাক্ষ্য হতে দেখা যায়, অগ্রনী ব্যাংক লি. গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা অত্র মামলার বাদী যাহা ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান এবং ৪ নং বিবাদী [বেস্ট কেয়ার এন্টার প্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী] বাদীর গ্রাহক ও ঋনের ব্যাক্তিগত জামিনদার। ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তা, যারা উক্ত নালিশী এলসি/এলডিবিপি বিলের ওপেনিং ব্যাংক। P.W.1 এর সাক্ষ্য হতে আরো দেখা যায়, ১-৩ নং বিবাদী এর গ্রাহক প্রতিষ্ঠান **M/S. USA Tex Fashion Ltd** এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩ নং বিবাদীর ব্যাংক [সোনালী ব্যাংক, হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা] ৪ নং বিবাদীর প্রতিষ্ঠান **Best Care Enterprise** এর অনুকূলে ২৭/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে একটি স্থানীয় এলসি (যাহার নম্বর-037011990090) ইস্যু করে।

দাখিলীয় **এলসি কপি [প্রদর্শনী- ২(ধ)]** পর্যালোচনায় উহার সত্যতা পাওয়া যায়। P.W.1 এর দাবিমতে, এলসি-সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্টস বাদী ব্যাংকে প্রাপ্ত হলে যাচাই-বাছাই শেষে তা সঠিক প্রমাণিত হয় এবং বাদী ব্যাংক বিলটি একসেপ্টেন্সের জন্য এলসি ওপেনিং ব্যাংক (৩ নং বিবাদী) এর নিকট প্রেরণ করে। PW-1 এর সাক্ষ্য হতে আরো প্রতীয়মান হয়, ৩ নং বিবাদী এলসি ডকুমেন্ট ও সরবরাহকৃত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে ম্যাচুরিটি ডেট নির্ধারণপূর্বক acceptance প্রদান করে। উক্ত acceptance-এর ভিত্তিতে বাদী ব্যাংক ৫৯,১৮,৫০০/- টাকার এলডিবিপি বিল ক্রয় করে এবং বিলের অর্থ ৪ নং বিবাদীর চলতি হিসাবে জমা করে। এ সময় ৪ নং বিবাদী প্রমিসরি নোট, লেটার অব গ্যারান্টি, হাইপোথিকেশনসহ সকল চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় এল সি সংক্রান্ত কাগজাদি তথা এল সি ফরম [প্রদর্শনী-২(ধ)], Acceptance Letter [প্রদর্শনী-২], বিল অব এক্সচেঞ্জ [প্রদর্শনী-২(ঞ)], পন্য ডেলিভারি চালান [প্রদর্শনী-২(ট)], কর্মাশিয়াল ইনভয়েস [প্রদর্শনী-২/ঠ] প্যাকিং লিস্ট [প্রদর্শনী-২(ড)], সার্টিফিকেট অব অরিজিন [প্রদর্শনী-২(ঢ)], বেনিফিশিয়ারি সার্টিফিকেট প্রদর্শনী-২(ত)], পন্য বিক্রয় কনফার্মেমেশন পত্র [প্রদর্শনী-২(থ)], ০৯ ফর্দ বিল পরিশোধ তাগাদাপত্র [প্রদর্শনী-২, ২(ক), ২(খ)] এবং আইবিপি স্টেটমেন্ট [প্রদর্শনী-৪] ইত্যাদি কাগজাদি পর্যালোচনায় বাদী ব্যাংকের উক্তরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। অগ্রণী ব্যাংক প্রদত্ত তাগিদপত্র ০২ ফর্দ [প্রদর্শনী-৩, ৩(ক)], লিগ্যাল নোটিশ [প্রর্দশনী-৩(খ)] ইত্যাদি দলিলাদি হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে , Acceptance প্রদানকারী ব্যাংক (১-৩ নং বিবাদী) নির্ধারিত সময়ে বাদী ব্যাংক কে বিল মূল্য পরিশোধ করেননি এবং ৪ নং বিবাদী বিল ক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ করায় সুদ-সহ বিল পরিশোধে আইনত দায়ী হলেও তিনিও কোন পাওনা পরিশোধ করেননি। বিগত ৩১/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাদী ব্যাংকের সুদ-সমেত মোট পাওনা দাঁড়িয়েছে ১,৪১,৭৮,০৯৮/- টাকা, যা বিবাদীগণ আইনত ও ন্যায়ত পরিশোধে বাধ্য মর্মে বাদী পক্ষ দাবি করেন।

২৫) অপরদিকে ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ **[সোনালী ব্যাংক লিমিটেড]** বাদীপক্ষের উক্তরুপ দাবিকে সম্পূর্ন অস্বীকার করেন। ১-৩ নং বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় জবাব ও সাক্ষী **DW-1** এর সাক্ষ্যমতে, অত্র মামলার তর্কিত এলসি (Letter of Credit) ৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত নয়। এলসি খোলার জন্য যে সকল আবশ্যক কাগজপত্র যেমন- গ্রাহকের লেটারহেডে আবেদন, অফিস নোট, প্রোফরমা ইনভয়েস, মাস্টার এলসি, এলসি ওপেনিং রেজিস্টার, ডিসপ্যাচ রেজিস্টার, কমিশন ও ভ্যাট আদায়ের রেকর্ড ইত্যাদি এসবের কোনোটিই ৩ নং বিবাদী ব্যাংকের রেকর্ডে পাওয়া যায়নি। এমনকি এলসি এডভাইস বা স্বীকৃতিপত্রের (Acceptance) নথিও অনুপস্থিত। ফলে স্বাভাবিক ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় এলসি লেনদেন হয়নি মর্মে দাবি করেন।

২৬) **DW-1 এর দাবিমতে** বাদীপক্ষের জমাকৃত এলসি, স্বীকৃতিপত্র, ডেলিভারি চালান, ট্রাক রসিদসহ অন্যান্য শিপিং ডকুমেন্টসমূহ ভুয়া, কৃত্রিম ও সৃজিত। **ইউএসএ টেক্স ফ্যাশন লিমিটেড** (৩ নং বিবাদীর গ্রাহক) কখনোই ৪ নং বিবাদী বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ থেকে কোন মালামাল গ্রহণ করেনি; ট্রাক রিসিপ্টে গ্রহীতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত, এবং কোন প্রোফরমা ইনভয়েসও দাখিল করা হয়নি। এছাড়া

বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন অনুযায়ী ৫,০০০ মার্কিন ডলারের উর্ধ্বে সকল এলসি সুইফট (SWIFT) মারফত প্রেরণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু সোনালী ব্যাংকের কোন সুইফট বার্তা, এডভাইসিং রেকর্ড বা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বাদীপক্ষ আদালতে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ৩ নং বিবাদী ব্যাংকের নামে দাখিলকৃত এলসি ও স্বীকৃতিপত্র জাল।

২৭) **DW-1 এর** সাক্ষ্যমতে বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তারা ৪ নং বিবাদীর সাথে যোগসাজসে জাল এলসি ও অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে কাগজপত্র তৈরি করে আইবিপি বাবদ ৫৯,১৮,৫০০/- টাকা পরিশোধ করেন। বাদী ব্যাংক কোন বৈধ স্বীকৃতিপত্র বা সোনালী ব্যাংকের নিশ্চয়তা না পেয়েই উক্ত অর্থ পরিশোধ করে। ফলে তর্কিত লেনদেনের দায় পুরোপুরি বাদী ব্যাংকের নিজস্ব দায়িত্বে সংঘটিত হয়েছে, যাহাতে বিবাদীপক্ষের বক্তব্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়।

২৮) সাক্ষী **DW-1** আরো দাবি করেন, **Uniform Customs and Practice for Documentary credit (UCPDC)-600** এর আর্টিকেল ৩৪ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের **"Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2009"** এর নির্দেশনা অনুযায়ী ভুয়া, জাল বা অস্তিত্বহীন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে গঠিত এলসি পরিশোধযোগ্য নয়। বাদীপক্ষের প্রদত্ত ডকুমেন্টগুলো এসব বিধান অনুযায়ী আইনত অগ্রহণযোগ্য।

২৯) **DW-1** এর সাক্ষ্যে মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও দুদকের (ACC) তদন্তে সোনালী ব্যাংকের শেরাটন কর্পোরেট শাখায় হলমার্ক গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জালিয়াতির যে ধরণ চিহ্নিত হয়েছিল, বর্তমান মামলার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি তার সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত অনিয়মের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ৩৮টি মামলা দায়ের করেছিল যার মধ্যে একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দন্ডিত করা হয়েছে। অর্থ আত্মসাৎ, জাল এলসি প্রস্তুত, ভুয়া স্বীকৃতিপত্র ও ট্রাক রসিদ প্রদান ইত্যাদি একই কৌশলে সংঘটিত হয়েছে যা বিবাদীপক্ষের বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

৩০) সাক্ষী **DW-1** এর দাবিমতে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড বনাম সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যকার অর্থঋণ মামলা নং ২২/২০১৪ এর রায়ে আদালত একই রকম জাল এলসি-সংক্রান্ত ঘটনায় সোনালী ব্যাংক কে আরজি থেকে কর্তন করেন। **DW-1** এর বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমান মামলার ঘটনাপ্রবাহ ঐ মামলার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ; ফলে এই মামলায়ও ১-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দায় আরোপের কোন আইনগত ভিত্তি নেই।

৩১) সাক্ষী **DW-1 এর সাক্ষ্য মতে,** অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধান মোতাবেক ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা বা জামিনদাতা ব্যতীত অন্য কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সুযোগ নেই। ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এসব কোন শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত হয় না। অতএব তাদের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অত্র মামলা আইনত অচল ও অগ্রহণযোগ্য। বিবাদীপক্ষের সর্বোপরি বক্তব্য হলো যে, বাদী ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ৪ নং বিবাদীর সাথে যোগসাজসে জাল এল সি কাগজপত্র তৈরি করে

ব্যাংক অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এবং তাদের অবৈধ কর্মকান্ডের দায় ১-৩ নং বিবাদীর কোনভাবেই উপর বর্তায় না। বরং দায়ী কর্মকর্তাদের নিজস্ব উৎস হতে ক্ষতিপূরণ আদায় হওয়া উচিত।

৩২) উপরোক্ত উভয় পক্ষের সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণাদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায় তর্কিত এল.সি. (Letter of Credit) কি আইনানুগ উপায়ে ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ছিল, এবং এল.সি.-এর ইস্যুয়িং ব্যাংক হিসাবে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও এর হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা (বিবাদী নং-৩) উক্ত এল.সি. বিলের মূল্য পরিশোধে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ কিনা।

৩৩) সাক্ষ্য প্রমানে প্রতীয়মান হয় যে, ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড তর্কিত এল.সি.-এর ইস্যুয়িং ব্যাংক, ৪ নং বিবাদীর প্রতিষ্ঠান **Best Care Enterprise** কথিত এল.সি.-এর বেনিফিশিয়ারি, এবং বাদী অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড তথাকথিত এডভাইজিং/নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। অন্যদিকে, ১-৩ নং বিবাদীর গ্রাহক **USA Tex Fashion Ltd** এল.সি.-এর আবেদনকারী হিসেবে উল্লেখিত। এল সি দৃষ্টে ২৭/১০/২০১১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক ৪ নং বিবাদীর অনুকূলে উক্ত এল.সি. ইস্যু করে। তবে, বিবাদীপক্ষ শুরু থেকেই তর্কিত এল.সি. ইস্যু হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। দাখিলকৃত এল.সি. ফরম [**প্রদর্শনী-২(ধ)**]-এ আবেদনকারী হিসেবে **USA Tex Fashion Ltd** এর নাম থাকলেও, বাদীপক্ষ ইস্যুয়িং ব্যাংকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন আবেদনপত্র বা সমর্থনকারী নথি দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এল.সি. খোলার আবেদনের সত্যতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়।

৩৪) তর্কিত এলসি তে এলসি নম্বর, অংক, তারিখ ইত্যাদি থাকলেও ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংকের রেকর্ডে এলসি খোলার ক্ষেত্রে প্রচলিত যে সকল বাধ্যতামূলক নথি থাকা দরকার তা কোনোটিই পাওয়া যায়নি। যেমন গ্রাহকের আবেদনপত্র (LC Application on letterhead) , অফিস নোট, প্রোফরমা ইনভয়েস, মাস্টার এলসি/ব্যাক-টু-ব্যাক রেফারেন্স, এলসি ওপেনিং রেজিস্টার, ডিসপ্যাচ রেজিস্টার, কমিশন/ভ্যাট আদায়ের রেকর্ড, এলসি এডভাইস বা স্বীকৃতিপত্র (Acceptance) কোনোটিই সোনালী ব্যাংকের নথিতে নেই। এসকল গুরুত্বপূর্ণ এলসি দলিলাদি ইস্যুয়িং ব্যাংকে না থাকাটা প্রমাণ করে যে, সোনালী ব্যাংকের নিয়মিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতে তর্কিত এলসি ইস্যু হয়নি, উহা জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছিল।

৩৫) এলসি ফরম [প্রদর্শনী-২(ধ)] পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, সেখানে Advising Bank এর ঘরে ব্যাংক হিসাবে বাদী অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড এর কোন নাম নেই, সেখানে 'Ourselves' লিখা রয়েছে। 'Ourselves' লেখার অর্থ হলো " আমরা (ইস্যুয়িং ব্যাংক) সরাসরি সুবিধাভোগী (Beneficiary) কে পরামর্শ/এডভাইজ দেব বা জানিয়ে দেব"। 'Ourselves' লেখাটি অন্য কোনো তৃতীয় ব্যাংককে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক হিসেবে কাজ করার কোনো নির্দেশনা দেয় না। বরং এটি স্পষ্ট করে যে ইস্যুয়িং ব্যাংক নিজেই কাজ করবে। তাহলে তর্কিত এল/সি বিষয়ে এডভাইজিং ব্যাংক হিসাবে

বাদী অগ্রনী ব্যাংক কিভাবে পরামর্শক হিসাবে কাজ করলো তা আমার নিকট বোধগম্য নয়। এ বিষয়টিও এল সি জালিয়াতি সম্পর্কে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়।

৩৬) প্রদর্শনী-২(ধ) অনুযায়ী, পণ্যটি Supplier Factory হইতে Applicant Factory-তে ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহনের কথা উল্লেখ আছে, এবং পণ্য ছিল "Indian Rwa Cotton।" কিন্তু প্রদর্শনী-২(ঝ) অনুযায়ী বেনিফিশিয়ারি প্রতিষ্ঠান **Best Care Enterprise** গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও নিট ফেব্রিক্স প্রস্তুততকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, যাহারা উক্ত ধরনের পণ্য (**Indian Rwa Cotton**) উৎপাদন বা সরবরাহ করে না। অতএব, পণ্যের প্রকৃত সরবরাহ সংঘটিত হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়, এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসমূহ যে জাল ও কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত, তাহা প্রমাণিত হয়।

৩৭) বাদীপক্ষ তাদের দাবীর পক্ষে এ মর্মে উল্লেখ করেছেন যে, তর্কিত এলসির আওতায় পণ্য যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ে ক্রেতা USA Tex Fashion Ltd এর ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করা হয়েছে। অপরদিকে, বিবাদীপক্ষ এ দাবী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। বাদীপক্ষ পণ্য সরবরাহের প্রমাণস্বরূপ বেনিফিশিয়ারি প্রতিষ্ঠান Best Care Enterprise-এর লেটারহেড প্যাডে সৃজিত একটি ডেলিভারি চালান দাখিল করেছেন, যা প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারীর সাক্ষরযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তবে উক্ত ডেলিভারি চালান [প্রদর্শনী-২(ট)] পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে কোনো ট্রাক নম্বর উল্লেখ নেই; পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠান বা তার প্রতিনিধির সাক্ষর অনুপস্থিত; ট্রাক চালক বা ড্রাইভারের কোনো সাক্ষর নেই; চালান প্রেরণকারী ও গ্রহীতার পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও যোগাযোগ তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি। এছাড়া ক্রেতা USA Tex Fashion Ltd কর্তৃক উক্ত পণ্য গ্রহণের কোনো স্বাক্ষরিত রসিদ, গ্রহণপত্র, বা নথিগত প্রমাণ বাদীপক্ষ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, এলসি শর্তানুযায়ী ট্রাক রিসিট দাখিল না করা এবং উক্ত ডেলিভারি চালানের তথ্যগত অসম্পূর্ণতা বিবেচনায় এই দলিলটি পণ্য পরিবহনের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য হওয়ার সুযোগ নেই। তদুপরি, পরিবহন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বেনিফিশিয়ারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক নিজস্বভাবে ট্রাক/ডেলিভারি চালানে সাক্ষরিত হওয়া প্রমাণ করে যে, তথাকথিত পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়াটি প্রকৃত নয় বরং কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। ফলে উক্ত ডেলিভারি চালান জাল, জালিয়াতিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃজিত বলে প্রতীয়মান হয়।

৩৮) অধিকন্তু, উক্ত প্রদর্শনী-২(ট) থেকে দেখা যায় যে, একক কনসাইনমেন্টে বা একটি ট্রাক চালানের মাধ্যমে ৬২৩০০ (বাষট্টি হাজার তিনশত) পাউন্ড কটন পরিবহনের উল্লেখ রয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশের কোনো ট্রাকের ঐ পরিমাণ কটন বহন বা পরিবহনের সক্ষমতা নেই। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ডেলিভারি চালানে উল্লিখিত তথ্যকে অবিশ্বাস্য ও মিথ্যা হিসেবে গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত। অতএব, উপরের বিশ্লেষণের আলোকে আমি এই মর্মে মত পোষণ করি যে, বাদীপক্ষ দাখিলকৃত ডেলিভারি চালান [প্রদর্শনী-২(ট)] প্রকৃত পণ্য পরিবহনের কোনো বৈধ বা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নয়; বরং এটি একটি জাল, জালিয়াতিপূর্ণ ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দলিল যা বাদীপক্ষের দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৩৯) ৩ নং বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, তর্কিত এলসির মূল্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার অতিক্রম করলেও উক্ত এলসি SWIFT এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়নি, যা স্বয়ং কথিত এলসির সত্যতা ও

বৈধতা বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের উদ্রেক করে। উক্ত প্রসঙ্গে Bangladesh Bank Guidelines for Foreign Exchange Transections এর সেকশন- II, 21(f) তে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে যে, "যে সকল এলসির মূল্য ৫,০০০ মার্কিন ডলারের অধিক, সেসব এলসি শুধুমাত্র SWIFT এর মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ করা আবশ্যক।" কিন্তু অত্র মামলার নথিপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত এলসি ইস্যু করা হয়েছিল ৫৯,১৮,৫০০/- (উনষাট লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত টাকা) মূল্যের জন্য, যা ৫,০০০ মার্কিন ডলারের অনেক উর্ধ্বে। তবুও, উক্ত এলসি SWIFT প্রণালীর মাধ্যমে এডভাইজিং ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়নি। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নির্দেশিকার সুনির্দিষ্ট বিধানাবলী অনুসরণ করা হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। ফলে, উক্ত এলসিটি আইনানুগ প্রক্রিয়া পরিপালন ব্যতিরেকে ইস্যু করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে এটি অবৈধভাবে ও প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে সৃষ্ট বলে মনে হয়। সুতরাং এলসি ইস্যু ও প্রেরণের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসৃত না হওয়ায় উক্ত তর্কিত এলসি আইনানুগ নয় এবং তার মাধ্যমে সংঘটিত লেনদেনের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ।

৪০) বাদীপক্ষের দাবী হলো যে, ৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক (ইস্যুয়িং ব্যাংক) এলসি-সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট এবং পণ্য সরবরাহের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইপূর্বক যথাযথ নিয়মে acceptance (Letter of Acceptance) প্রদান করেছে। তবে, বিবাদীপক্ষ এই দাবি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, নেগোশিয়েটিং ব্যাংক থেকে তারা কখনোই acceptance প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনো এলসি ডকুমেন্ট বা ডেলিভারি-সংক্রান্ত কাগজপত্র পাননি। বাদীপক্ষ যে দাবি করেছে উক্ত এলসি ডকুমেন্ট অফিসিয়াল ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ইস্যুয়িং ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছিল তার কোনো প্রমাণ তারা আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি। বরং বিবাদীপক্ষের দাবি, বাদীপক্ষ সোনালী ব্যাংকের নাম ব্যবহার করে কথিত acceptance পত্র জালভাবে প্রস্তুত করেছে। বাদীপক্ষের দায়িত্ব ছিল প্রমাণ করা যে কথিত acceptance পত্রটি সোনালী ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরযুক্ত এবং এটি প্রকৃত ও বৈধ দলিল। কিন্তু রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৪১) [প্রদর্শনী-২(ছ) হইতে ২(ত)] পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায়, এলসি ইস্যু হয়েছে ২৭/১০/২০১১ তারিখে, পণ্য সরবরাহ দেখানো হয়েছে ৩০/১০/২০১১ তারিখে, একই তারিখে বিল অব এক্সচেঞ্জ প্রস্তুত করা হয়েছে,এবং মাত্র দুই দিন পর ০১/১১/২০১১ তারিখে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক কথিত acceptance প্রদান করা হয়েছে যার কোন প্রমাণ বা নথি সোনালী ব্যাংকের নিকট নেই। একই সময়ে পণ্য সরবরাহ, বিল অব এক্সচেঞ্জ প্রস্তুত ও acceptance প্রদানের এই ঘটনাপ্রবাহ বাস্তবে পণ্য পরিবহনের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশ্ন সৃষ্টি করে। বাদীপক্ষের দাখিলকৃত শিপমেন্টের কাগজপত্র [প্রদর্শনী-২(ছ) হইতে ২(ত)] এবং কথিত acceptance পত্র [প্রদর্শনী-২(ছ)] সাধারণ পর্যবেক্ষণেই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো পরস্পর যোগসাজশের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪২) বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০/০৫/২০১২ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখায় একটি বড় ধরনের আর্থিক জালিয়াতির ঘটনা উদঘাটন করে। তদন্তে প্রমাণ মেলে যে, হলমার্ক গ্রুপ, টি এন্ড ব্রাদার্স গ্রুপসহ অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রপ্তানী এলসি জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর সোনালী ব্যাংক স্বতন্ত্রভাবে তদন্ত পরিচালনা করে এবং প্রতারণা ও এলসি জালিয়াতির প্রমাণ পেয়ে ২৩/০৯/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, হলমার্ক ও টি এন্ড ব্রাদার্স গ্রুপের পরিচালকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এ অভিযোগ দায়ের করে। দুদকের তদন্ত শেষে সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের বিরুদ্ধে ৪৪টি মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে ৩৮টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়। ইতোমধ্যে একটি মামলায় আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে, এবং বাকি মামলাগুলো বর্তমানে বিচারাধীন। দুদক কর্তৃক প্রেরিত পত্র [প্রদর্শনী-গ] পর্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখায় হলমার্ক গ্রুপসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক বাণিজ্যের নামে এলসি ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ৩৭০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।

৪৩) সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ, নথি, ব্যাখ্যাপত্র, ব্যাংকিং আইন বিধান, UCP–৬০০, বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দুদক কর্তৃক গ্রহীত আইনী পদক্ষেপ ইত্যাদি পর্যালোচনায় আদালতের নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচিত হলমার্ক গ্রুপ এর এলসি জালিয়াতির মত অত্র মামলার তর্কিত এলসি (LC No. 037011990090) নিয়মিত ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় ইস্যু হয়নি; ৪ নং বিবাদী বাদী ব্যাংক ও ৩ নং বিবাদীর ব্যাংকের অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তাদের পারস্পরিক যোগসাজসক্রমে এলসি সংক্রান্ত সকল নথি যেমনঃ Acceptance, Advice, Delivery Challan, Truck Receipt, Invoice- সবই জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজন করিয়া ৪ নং বিবাদী বাদী ব্যাংক হতে ৫৯,১৮,৫০০/- টাকা উত্তোলন পূর্বক উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪৪) বাদীপক্ষের দাবি অনুযায়ী, ১-৩ নং বিবাদীগণের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান M/s USA Tex Fashion Ltd.-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড (হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা) ৪ নং বিবাদী বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ-এর অনুকূলে তর্কিত এলসি ইস্যু করে। এলসি-সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট বাদীপক্ষ (নেগোশিয়েটিং ব্যাংক) প্রাপ্ত হয়ে যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে তা সঠিক প্রমাণিত হলে, তারা উক্ত বিলটি একসেপ্টেন্সের জন্য ইস্যুয়িং ব্যাংকের (বিবাদী নং ৩) নিকট প্রেরণ করে। বাদীপক্ষের দাবি, যেহেতু ৩ নং বিবাদী ব্যাংক বিলটি যাচাই শেষে acceptance প্রদান করেছেন, তাই বিল পরিশোধের দায় স্বয়ং ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের উপর বর্তায়। বাদীপক্ষের আরও বক্তব্য, পণ্য প্রকৃতপক্ষে সরবরাহ করা হয়েছে কি হয়নি এ বিষয়টি অত্র মামলার মূখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়, কারণ একবার বিলের একসেপ্টেন্স প্রদান করা হলে ইস্যুয়িং ব্যাংক বিল পরিশোধে বাধ্য থাকে। তাঁদের এই দাবির সমর্থনে বাদীপক্ষ BRPD Circular No. 09, dated 30.08.2000 এবং UCPDC

600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)-এর অনুচ্ছেদ ৩৪ উদ্ধৃত করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে একবার কোনো ব্যাংক বিল একসেপ্ট করলে নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত বিল পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।

৪৫) বাদীপক্ষ আরও দাবি করেন যে, পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ঘটনার তদন্ত শেষে জালিয়াতিপূর্ণ এলসি-বিলের বিপরীতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ক্লিয়ারিং হিসাব ডেবিট করে প্রায় ৮৬২ কোটি টাকা বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকসমূহকে পরিশোধ করেছে, যার মধ্যে বাদী ব্যাংকও অন্তর্ভুক্ত। বিবাদীপক্ষের দাখিলকৃত পত্র [প্রদর্শনী-খ] পর্যালোচনায় উক্ত অর্থ পরিশোধের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের মতে, যেহেতু একই ধরনের জালিয়াতিপূর্ণ এলসি-বিলের বিপরীতে অন্যান্য বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক তাদের বিলের মূল্য পেয়েছে, সেহেতু বাদী ব্যাংকও তার বিলের মূল্য ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক হতে পাওয়ার অধিকারী।

৪৬) অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন যে তর্কিত এলসি সম্পূর্ণরূপে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট, ফলে উক্ত লেনদেন থেকে ইস্যুয়িং ব্যাংকের (১-৩ নং বিবাদী) উপর কোনো দায় আইনত সৃষ্টি হয়নি। বিবাদীপক্ষের দাখিলকৃত [প্রদর্শনী-খ] পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৩ নং বিবাদী ব্যাংক শাখায় সংঘটিত বৃহৎ আর্থিক জালিয়াতি সংক্রান্ত নন-ফান্ডেড দায় (non-funded liability) সম্পর্কিত বিষয়ে, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে ফৌজদারি মামলা দায়ের না হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ৮৬২ কোটি টাকা বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি ব্যাংককে পরিশোধ করে। যদিও ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক লিখিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করেছিল উক্ত নন-ফান্ডেড দায় ফান্ডেড দায়ে রূপান্তর না করতে, তথাপি বাংলাদেশ ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট ডেবিট করেই অর্থ পরিশোধ সম্পন্ন করে। এই প্রেক্ষিতে মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায় যেহেতু একই ধরনের এলসি জালিয়াতির ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকের বিল মূল্য পরিশোধ করেছে, তবে অত্র মামলায় ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক কি বাদী ব্যাংকের দাবিকৃত বিল মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকবে?

৪৭) সাক্ষ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত এলসি প্রকৃতপক্ষে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ইস্যু করা হয়েছিল। এলসি-সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস যেমন Letter of Acceptance, Offer Letter, Bill of Exchange, Proforma Invoice, এবং Contract Agreement—সবই ভুয়া ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট। এর মাধ্যমে ৪ নং বিবাদী বাদী ব্যাংক হতে ৫৯,১৮,৫০০/- উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। যেহেতু পুরো এলসি লেনদেনটি প্রতারণা ও জালিয়াতিপূর্ণ, তাই উক্ত লেনদেন থেকে ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের উপর কোনো দায় বর্তায় না। UCPDC-600-Gi Article 34 অনুসারে-“A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, nor for the general or particular conditions stipulated in a document.” অর্থাৎ, যদি এলসি-সংক্রান্ত ডকুমেন্টসমূহ ভুয়া বা জাল হয়, তবে ইস্যুয়িং ব্যাংকের উপর সেই বিলের দায় আরোপ করার কোনো সুযোগ থাকে না।

৪৮) **এ বিষয়ক Sonali Bank Ltd Vs. Delta Spinners Ltd and Ors [Lex/BDAD/2014/2017]** মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ প্রদত্ত রায় ও সিদ্ধান্ত প্রাসঙ্গিক। ঐ মামলাতেও সোনালী ব্যাংক লি, হোটেল শেরাটন শাখা আপীলকারী ছিলো। উক্ত মামলায় Delta Spinners Ltd and Ors ছিল পন্য সাপ্লাইয়ার এবং আলোচিত Hallmark Fashion Ltd ছিল পার্সেজার এবং বাদী অগ্রনী ব্যাংক লি. সহ আরো অন্যান্য ব্যাংক ছিল নেগোটিয়েটিং ব্যাংক। এক্ষেত্রেও সাপ্লাইয়ার কর্তৃক পন্য সঠিকভাবে ডেলিভারি হয়েছে মর্মে কাগজপত্র দাখিল করায় নেগোশিয়েটিং ব্যাংক সাপ্লাইয়ার কে বিল পেমেন্টে করে এবং উহা এল সি ইস্যুয়িং ব্যাংক (সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন শাখা) বরাবর ফরোয়ার্ড করে বিল মূল্য নেগোশিয়েটিং ব্যাংক কে পরিশোধের অনুরোধ করে। পরবর্তীতে এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংক উক্ত বিল মূল্য আর re-imburse (পরিশোধ) করে নি। এল সি ইস্যুয়িং ব্যাংক হতে বিল মূল আদায়ে ব্যর্থ হয়ে নেগোশিয়েটিং ব্যাংক (অগ্রনী ব্যাংক লি) এল সি সুবিধাভোগী অত্র আপীল মামলার প্রতিপক্ষ Delta Spinners Ltd কে উহা পরিশোধের জন্য চাপ দেয়। যেকারনে Delta Spinners Ltd ৫২১০/২০১৩ নং রিট মামলা দায়ের পূর্বক এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংক কর্তৃক তর্কিত এল সি বিল নেগোশিয়েটিং ব্যাংক কে পরিশোধ এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রার্থনা করেন। সোনালী ব্যাংক লি. উক্ত মামলায় হাজির হয়ে প্রতিযোগিতা করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ইস্যুয়িং ব্যাংক কে বিল পরিশোধের নির্দেশ দিলেও, আপীল বিভাগ রায়ে বলেন যে, [Since the discripency has been alleged in respect of the bills of the goods under the letters of credit which allegedly have been obtained by practicing fraud in collusion with the beneficiary and others involved therein and since civil and criminal cases are pending in respect of the concerned disputed bills the High Court Division has no jurisdiction to deal with the same under judicial review.] যেহেতু তর্কিত এলসি প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ইস্যু হয়েছিল এবং এ সংক্রান্তে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল, সেহেতু হাইকোর্টের নির্দেশনা অবৈধ ও এখতিয়ারবহির্ভূত। ফলে ইস্যুয়িং ব্যাংককে বিল পরিশোধে বাধ্য করা যায় না।

৪৯) উপরোক্ত সিভিল আপীল মামলায় আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে একটা বিষয় পরিস্কার যে মহামান্য আপীল বিভাগ বাদীপক্ষের দাবিকৃত " Once acceptance of documents takes place, the matter is closed and the L/C issuing Bank is precluded from raising any issue of non-payment of bill" নীতি কে অগ্রাহ্য করেছে। যেহেতু ইহা সুস্পষ্ঠতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অভিযোগকৃত রপ্তানি বিলের বিপরীতে লেটার অব অ্যাকসেপ্টেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ৪ নং বিবাদী বাদী ব্যাংক পক্ষের সহিত যোগসাজসক্রমে যে এলসি-সংক্রান্ত কাগজাদি সংগ্রহ করেছেন, তা পরস্পর যোগসাজশপূর্ন ও জাল/প্রতারণাপূর্ণ; এবং এ কারণেই এলসি ইস্যুকারী ব্যাংক নিজস্ব তদন্ত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ এবং উক্ত লেটার অব ক্রেডিট এর অধীনে গুরুতর অসামঞ্জস্যতা শনাক্ত করেছে এবং পরবর্তীতে দুদক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৮ টি মামলা

দায়ের করিয়াছে সেহেতু জালিয়াতিপূর্ন এলসি কারনে ১-৩ নং বিবাদী ইস্যুয়িং ব্যাংক কে কোনভাবেই দায়ী করা যাবে না এবং ৩ নং বিবাদী ব্যাংক তর্কিত এলসি বিল মূল পরিশোধে বাধ্য নন বলে আমি বিবেচনা করি।

৫০) উক্ত আপীল মামলায় বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে " বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (Regulatory Body) হিসেবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি-সংক্রান্ত কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিলের বিপরীতে কোনো অর্থ পরিশোধ বা পুনঃঅর্থপ্রদান (re-imburse) করতে আইনত বা নীতিগতভাবে সক্ষম নয়। অতএব, অত্র মামলায়ও বাদী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বিল মূল্য ফেরত পাওয়ার দাবি আইনত টেকসই নয়।

৫১) আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তর্কিত এলসি ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর অধীনে "ঋণগ্রহীতা" হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা। এ প্রসঙ্গে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ **ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লি. বনাম মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি. ও অন্যান্য** (Civil Appeal No. 393/2018) মামলায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, " So the purported acceptance of LC documents and confirmation to pay the bill on maturity as has been asserted by the plaintiff invariably does not come within the ambit of loan as we found from the definition of loan and if it is so then there is no earthly reason to maintain the suit against this appellant classifying it as any borrower. Though the learned judge disposed of the said issues in favour of the plaintiff, what she described and found is absolutely beyond the relevant provision of the Artha Rin Adalat Ain 2003. Even such claim can never be sustained in view of section 6(5) of Artha Rin Adalat Ain 2003 as well." এলসি লেনদেনের ক্ষেত্রে, যেখানে কোনো প্রকৃত ঋণ বিতরণ বা ডিসবার্সমেন্ট হয়নি এবং এলসি ডকুমেন্টসমূহ জালিয়াতিপূর্ণ, সেখানে ইস্যুয়িং ব্যাংকের উপর অর্থঋণ আদালত আইন অনুসারে কোনো দায় আরোপ করা যায় না। অতএব, এ মামলায়ও ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংককে দায়বদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই।

৫২) এছাড়া, **সোনালী ব্যাংক লি. ও প্রাইম ব্যাংক লি. কর্তৃক দায়েরকৃত (Civil Petition Nos. 2486/2019 ও 3914/2018) মামলায়** মহামান্য আপীল বিভাগ ২২/০৫/২০২৩ তারিখে প্রদত্ত রায়ে একই অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানেও কথিত ঋনের সাথে হলমার্ক গ্রুফ জড়িত ছিল। ঐ রায়ে আপীল বিভাগ বলেন যে যেহেতু তর্কিত ঋণ বা এলসি প্রতারণার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল, তাই ইস্যুয়িং ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক উভয়ের উপরই বিল পরিশোধের দায় আরোপ করা যায় না। মহামান্য আপীল বিভাগ রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, *"No doubt this is an unprecedented financial scam---the bank money are public money deposited by the commoners and as such it's a fraud upon the public and accordingly stern action against the*

pesons involved in the fraudulent activities must be taken in accordance with law"

৫৩) উপরোক্ত দুইটি আপীল বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, বর্ণিত আর্থিক কেলেঙ্কারির দায় ১-৩ নং বিবাদী ইস্যুয়িং ব্যাংক বা তাদের কর্মকর্তাদের উপর অর্থঋণ আদালত আইন অনুসারে আরোপযোগ্য নয়। বরং, প্রতারণা ও জালিয়াতিতে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনের অধীনে বিচার প্রক্রিয়া চলমান থাকা ন্যায্য ও আইনসঙ্গত।

৫৪) পরিশেষে, ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী "প্রমাণের দায়" (Burden of Proof) সম্পূর্ণভাবে বাদীপক্ষের উপর বর্তায়। বাদীপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে তর্কিত ঋণ বা এলসি লেনদেন কোন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে বিবাদীগণের দায় কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু বাদী ব্যাংক নেগোশিয়েটিং/অ্যাডভাইজিং ব্যাংক হিসেবে তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের দায় সৃষ্টির যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি, সেহেতু যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় ১-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষের দাবি আইনীভাবে অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রমাণিত।

৫৫) বাদীপক্ষের দাখিলকৃত দলিলপত্রসমূহ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করিয়া প্রতীয়মান হয় যে, ৪ নং বিবাদীর অনুরোধক্রমে একটি ভুয়া একসেপ্টেন্স (Letter of Acceptance) এর প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক একটি বিল ক্রয় করে, যার মূল্য ছিল ৫৯,১৮,৫০০/- (উনষাট লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত টাকা)। উক্ত বিলের অর্থ বাদী ব্যাংক ৪ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান "বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ"-এর নামে রক্ষিত চলতি হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত IBP Statement (প্রদর্শনী-৪) পর্যালোচনায় উক্ত লেনদেনের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ আরও দাবি করেন যে, উক্ত বিল ক্রয়ের সময় ৪ নং বিবাদী সিকিউরিটি হিসাবে একাধিক চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Promissory Note, Letter of Indemnity, Letter of Installment, Letter of Disbursement, Letter of Arrangement, Letter of Guarantee, Hypothecation of Goods to Secure a Demand Cash Credit/Overdraft/Loan Account, এবং Deed of Agreement ইত্যাদি। তবে, লক্ষণীয় যে বাদীপক্ষ এই ডকুমেন্টসমূহের কোনোটি আদালতে প্রদর্শনী হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। তদুপরি, ৪ নং বিবাদীর প্রতিষ্ঠান বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ যে প্রকৃতপক্ষে ৫৯,১৮,৫০০/- টাকা বাদী ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করেছে, সে বিষয়ে কোনো পক্ষের মধ্যে বিরোধ বা সন্দেহ পরিলক্ষিত হয় না। সাক্ষ্য ও দাখিলীকৃত দলিলসমূহ পর্যালোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অর্থ ৪ নং বিবাদী প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে উত্তোলন করেন এবং পরবর্তীতে তা আত্মসাৎ করেন। সুতরাং অত্র আদালতের সুচিন্তিত মতামত হলো তর্কিত ঋন আদায়যোগ্য হইবে একমাত্র ৪ নং বিবাদী হতে। ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক কে কোনভাবেই তর্কিত ঋনের জন্য দায়ী করা যাবে না।

এমতাবস্থায় বাদীর আরজি, দাখিলী জবাব, সাক্ষীর জবানবন্দি, জেরা ও নথি পর্যালোচনায় বাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার দাবীকৃত টাকা শুধুমাত্র ৪ নং বিবাদীর নিকট হতে পাওনা রয়েছে মর্মে আনীত দাবী বাদীপক্ষ সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বাদীপক্ষ আইনতঃ প্রতিকার পেতে হকদার। উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বিচার্য বিষয় নং ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকূলে পরিবর্তিত আকারে নিষ্পত্তি করা হলো।

মামলায় প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলাটি ১-৩ নং বিবাদী এর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং ৪ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে খরচাসহ গত বিগত ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১,৪১,৭৮,০৯৮/- (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার আটানব্বই) টাকার ডিক্রী হলো।

বাদীপক্ষ শুধুমাত্র ৪ নং বিবাদী বেস্ট কেয়ার এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী মোঃ লুৎফর রহমান এর নিকট হতে বিগত ০১/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অর্থাৎ মামলা দায়েরের তারিখ হতে উক্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান আইন বা বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ বা ক্ষেত্রমতে, মুনাফাসহ প্রাপ্ত হবে। ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক থেকে কোন টাকা প্রাপ্য হইবেন না।

৪ নং বিবাদী কে রায় প্রচারের ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকুলে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালতযোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করতে পারবে।

মামলা চলাকালীন বিবাদীপক্ষ যদি কোনো টাকা পরিশোধ করে থাকে তা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হল।

আমার নিজ হস্তে টাইফকৃত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত নং-৬, ঢাকা।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত নং-৬, ঢাকা।